ভিনদেশে ভালোবাসা

| *তারিখ: ২৫-০৬-২০১১*

« আগের সংবাদ পরের সংবাদ»



যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকে অধ্যয়নরত বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সেখানকার সংস্কৃতি ও তাৎপর্য বোঝানোর জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ধরনের কর্মকাণ্ড প্রচলিত আছে। এ রকম একটা উদ্যোগ হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক পরিবার'। স্থানীয় একটি মার্কিন পরিবারের সঙ্গে একটি বিদেশি ছাত্রের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তারা পরস্পর সম্পর্কে জানতে পারে, হৃদ্যতা স্থাপন করতে পারে।

আমার স্নাতক-শিক্ষাজীবনের প্রথম বছর মিসৌরি নামের একটি অঙ্গরাজ্যের ছোট শহর কার্ক্সভিলে কেটেছে। কার্ক্সভিল শহরের জনসংখ্যা তখন ছিল মাত্র ১১ হাজার এবং তার মধ্যে ছয় হাজার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। এই ছোট শহরে সবকিছু একটি করে (যেমন—একটি ব্যাংক, একটি চুল কাটার দোকান, একটি পোস্ট অফিস, একটি ওয়ালমার্ট প্রভৃতি)। রাস্তাঘাটে অচেনা মানুষের চোখে চোখ পড়লে মিষ্টি করে হাসে, যেন অনেক দিনের পরিচয়। শহরের অবস্থানটাও ছিল বেশ অদ্ভুত, ইংরেজিতে যাকে বলে 'মিডল অব নো হোয়্যার'। সবচেয়ে কাছের আধুনিক শহর হচ্ছে কলাম্বিয়া, আর সেটাও প্রায় ১২০ মাইল দূরে। স্বভাবতই কার্ক্সভিলের সব শিক্ষার্থীকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে হইহুল্লোড় আর নাচগান করা ছাড়া মনোরঞ্জনের অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই যখন আমাকে 'আন্তর্জাতিক পরিবার' সম্পর্কে অবহিত করা হলো, কিছু না বুঝেই তড়িঘড়ি করে নাম লেখালাম।

দুই মাস পর হঠাৎ করে আমার ফোন বেজে উঠল এবং ওই প্রান্ত থেকে খুব মিষ্টি কণ্ঠে একজন বললেন, 'আমার নাম শেরিল এবং আমার স্বামীর নাম রনি। আমরা তোমার আন্তর্জাতিক পরিবার। তোমার সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই।'

দুই দিন পর তাঁরা আমার ডর্মে এলেন। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি এক দম্পতি। আমার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪০ মাইল দূরে মেকন নামের ছোট এক শহরে কৃষিকাজ করেন তাঁরা। খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত রক্ষণশীল একটি মার্কিন পরিবার। প্রথমেই তাঁরা আমাকে একটি 'রুহ-আফজার' বোতল উপহার দিলেন। আমার তো আক্কেলগুড়ুম। যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁরা রুহ-আফজা পেলেন কোথায়? আর রুহ-আফজাই বা কেন? শেরিল বললেন, 'তোমার নাম দেখে বুঝেছি তুমি মুসলিম। তাই আমরা আমাদের "ডায়াল আপ" ইন্টারনেটে আলটাভিস্টা সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে তোমার সম্পর্কে জেনেছি।' শুধু তা-ই নয়, রুহ-আফজার সঙ্গে তাঁরা এনেছেন তাঁদের নিজের হাতে বেক করা কুকিজ, গমের রুটি আর হাজারো রকমের খাবার। বুঝতে পারছিলাম না কী বলে ধন্যবাদ জানাব এক চমৎকার হৃদয়ের দুই ভিনদেশিকে। আমার ইতস্তত ভাব আঁচ করতে পেরে তাঁরা বললেন, 'চলো, আমরা বাইরে কোথাও রাতের খাবার খেয়ে আসি।' আমার তখন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান এক বছরের কম। আর্থিক অনটনে ম্যাকডোনাল্ড কিংবা বার্গার কিংয়ের মতো ফাস্ট ফুড ছাড়া অন্য কোথাও খাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তাঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন লেকের পাশে চমৎকার একটি রেস্তোরাঁয়। মেন্যু ভর্তি দামি খাবারের তালিকা। তাঁরা যেহেতু আমাকে খাবারের দাম দিতে দেবেন না, বেশি দাম দিয়ে কিছু কিনতে চাইছিলাম না। আমার অস্বস্তি বুঝতে পেরে তাঁরা একটা ন্যাপকিন দিয়ে মেন্যুর দামের অংশটুকু ঢেকে দিয়ে বললেন, 'এবার দেখো, কী পছন্দ।'

এক মাস পর। আমার সেমিস্টার শেষ। শেরিল ও রনি আগে থেকে তাঁদের বাসায় গিয়ে কয়েক দিন থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ধানখেতের মাঝখান দিয়ে হর্ন দিতে দিতে পৌঁছে গেলাম তাঁদের বাসায়। খুব প্রত্যন্ত একটি এলাকা—একেকটি বাড়ি কমপক্ষে দুই মাইল দূরে দূরে। বাসায় পৌঁছে দেখলাম, গাড়িটি বাইরে পার্ক করে রনি গাড়ির চাবিটি গাড়িতেই রেখে দিলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি চুরি হয়ে যায়?' তাঁরা হাসিমুখে বললেন, 'যদি চোর আসে, আমরা চাই না যে চোর ভেতরে এসে চাবির জন্য আমাদের ঘুম ভাঙাক।' আমি বুঝলাম, প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে, চোর-ছ্যাঁচড়ের উৎপাত নেই বললেই চলে।

তার পরের দিন তাঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন মিসিসিপি নদীর পাড়ে অবস্থিত মার্ক টোয়েনের বাল্যকালের বাসায়। হয়তো কথার কোনো ফাঁকে বলেছিলাম মার্ক টোয়েনের লেখার খুব ভক্ত আমি। তিন ঘণ্টা লম্বা ভ্রমণ উপেক্ষা করে নিয়ে গেলেন আমাকে মার্ক টোয়েনের বাল্যকালের সেই ঐতিহাসিক বাসায়। দুঃসাহসী টম সয়ার বইটির অনুপ্রেরণা মার্ক টোয়েন এই বাসাতে থাকতেই পেয়েছিলেন।

মার্ক টোয়েনের বাসা থেকে ফেরার পথে গাড়িতে বাজছিল এন্ড্রিয়া বসেলির নামের এক ইতালীয় গায়কের গান। বুঝতে পারছিলাম, তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালাটা সুখকর হবে না।

তার পরের দিন—কানসাস সিটি এয়ারপোর্ট। বিদায়বেলায় জড়িয়ে ধরার ব্যাপারে আমি সব সময় বেশ লাজুক। কিন্তু শেরিল আর রনি যখন অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আমাকে বিদায় জানালেন, সব লজ্জা ভুলে গিয়ে তাঁদের জড়িয়ে ধরে অসামান্য আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

শেরিল আর রনির সঙ্গে আমার পরিচয় আজ প্রায় ১০ বছর হতে চলল। ইদানীং কাউকে ফোন করলে ব্যস্তসূচক কণ্ঠে যখন ওই প্রান্ত থেকে 'হ্যালেলা' শুনি, প্রথমেই জিজ্ঞেস করে নিই, 'দুঃখিত, এটা কি কথা বলার জন্য ভালো একটি সময়?' কিন্তু আজও শেরিল আর রনিকে ফোন দিলে ওই প্রান্ত থেকে বন্ধুসুলভ ছন্দময় সাউদার্ন উচ্চারণে যখন শুনি, 'হ্যালেলা...শেরিল বা রনি বলছি', তখন মনে হয় আমি খুব আপন কারও সঙ্গে কথা বলছি।

শেরিল ও রনির সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার এ লেখাটা তাঁদেরই উৎসর্গ করছি।

এহসান হক: বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এমআইটি) পিএইচডিরত।

পাঠকের মন্তব্য

মোঃ ফরহাদ হোসেন
২০১১.০৬.২৫ ১৭:১৯

খূব... ভালো লাগলো.



Sharmin
২০১১.০৬.২৯ ১০:৫৯

এহসান হক, আপনার লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগলো। আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চাই। প্লিজ যদি সম্ভব হয় মেইল এড্রেসটা কি দেয়া যাবে ?